দৈনিক
ইনকিলাব

AUG. 09 2006

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যাল

বুয়েট বন্ধের প্রেক্ষিত ও খুলে দেওয়া
সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

খন একথা কারো অজানা থাকার কথা নয় যে, বুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিতে হল। এখানে উল্লেখ্য যে, জানুয়ারী মাসে
াডিউল অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে ১৭ জুন ২০০৬ ইং তারিখ পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল। তারপর ছুটি। তাতে বিশ্বকাপ
খলার কোন প্রভাব শিক্ষা কার্যক্রমে ফেলতে পারত না। কিন্তু ছাত্র/ছাত্রীগণ পরীক্ষা পেছানোর দাবী জানালে তাদেরকে বলা হল খেলা
ামনে (যদিও এর আগের বিশ্বকাপের খেলার সময়ই ২০০২ সালে ছুটির জন্য ক্লাস বর্জন করে গেইটে যখন ছাত্ররা অবস্থান করছিল ঐ
াবেকুন নাহার সনি গুলীতে প্রাণ হারায়), তারা বলল বিশ্বকাপ খেলা কোন 'ফ্যাক্টর নয়'। বুয়েট ছাত্ররা প্রমাণ করবে তারা বিশ্বকাপের
রীক্ষা দিতে পারে। বস্তুত পরীক্ষা দেওয়াতে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়, কারণ প্রতি পরীক্ষার মাঝে তিন দিন করে 'গ্যাপ' ছি
াডিউলে পরীক্ষা হলে তা কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি-ফাইনাল, ফাইনাল খেলার আগেই পরীক্ষা শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু তা হল না, অ
ারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন ভাঙ্গার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। বর্তমানেও তাই। জাতীয়ভাবে আমরা যা দেখছি তার প্রভাব থেকে
শ্ববিদ্যালয়কেও আলাদা রাখা ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। বুয়েট বন্ধের প্রেক্ষিত সম্বন্ধে তেমন কোন খবর, সচিত্র প্রতি
ান পত্রিকায় প্রকাশিত না হলেও বন্ধের পরে খোলার ব্যাপারে আমাদের পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞ সম্পাদকগণ কিন্তু বসে নেই। তারা কর্তৃ
ন্য নানা প্রকার উপদেশমূলক সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করেছেন এবং বুয়েট কর্তৃপক্ষকে পূর্ব থেকে আরও সতর্কতা অবলম্বন ক
নছেন। পক্ষপাতদুষ্ট আংশিক খবর পরিবেশন এবং কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ করতে পারলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।
হল প্রচারিত দৈনিক যা বুয়েটের ৩০-৭-২০০৬ ইং তারিখে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে বিজ্ঞাপনও (বেশির ভাগ সময়ই সংবাদ বিকৃত
পানো হয় বিধায় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন হিসেবে খবর ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়) ছাপাতে অহেতুক দেরি এবং যখন ছাপান তখন এমন
য়গায় ছাপান তা সাধারণভাবে চোখে পড়ার মত নয়। এ সকল পত্রিকার বেশির ভাগ সংবাদদাতারা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র,
বশ্য নিজেদের পক্ষের হয়ে খবর ছাপানোর ব্যবস্থা নেন, আর আমাদের পত্রিকাগুলো সেগুলো ছাপেন। ফলে প্রতিবাদ পাঠাতে হয়,
ই প্রতিবাদ কেউ কেউ ছাপান না/ছাপালে কেউ কেউ এমন কাটছাঁট করেন তাতে প্রতিবাদের বিষয়বস্তু হারিয়ে যায়।

খানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিন মাস ক্লাসের পর যখন দুই সপ্তাহ 'পিএল'কে প্রথমে স্বল্প 'পিএল' অজুহাতে ছুটি বা
ন, তারপর ফুটবল খেলার জন্য পরীক্ষা না দেওয়ার মিছিল ইত্যাদির পর পরীক্ষা পিছাতে হলো, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ম
জ স্বাক্ষরে সকল ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবককে চিঠি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়েছিলেন।
হযোগিতা তো দূরের কথা, ৪/৫ জন ছাড়া ঐ চিঠির উত্তরও কেহ দেননি, এখন আবার তাদেরই কেউ কেউ বলছেন, সতর্কতা অ
রা দরকার ছিল। সতর্কতাটা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন সমুন্নত রাখতে পরীক্ষা পিছানোর অযৌক্তিক দাবী পরিহারের জন্য
থ্যসহ ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল, তাতেও কোন কাজ হয়নি। অনেকে বলছেন ডিসেম্বর/জানুয়ারী
শন শুরু হলে পরীক্ষা পিছাতে অসুবিধা কি ছিল? বা পরবর্তী টার্ম শুরুর তারিখ দিতে কি অসুবিধা ছিল? বস্তুতপক্ষে পরীক্ষা শেষ হ
সখানেকের মধ্যে অতীতে যেমন সেশন শুরু করা হয়েছিল, এবারও তাই করা হত। কিন্তু পরীক্ষা কবে শেষ হবে সেই ব্যা
নির্দিষ্টভাবে কারও বলার/জানার সুযোগ না থাকায় (যেহেতু পরীক্ষাকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত ঘটনা যেমন– হরতাল, অ
ত্যাদির কারণে ইহা নিশ্চিত করে এদেশে কারো পক্ষে বলা/ধারণা করা সম্ভব নয় বিধায়) পরবর্তী সেশনের সিডিউল কিভাবে দেওয়া
র নিকট অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এক সপ্তাহ পিছালে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেই নিশ্চয়তা কোথায়? ছাত্ররা কেবল দাবী
বে আর বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলো মেনেই নিতে থাকবে, এই হয় না/হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যাপারে একটি সীমা থাকে, সীমা অ
রলে ব্যবস্থা নিতেই হয়। অনেকে বলেছেন গুটিকয়েক ছাত্র সব সময় এই সমস্যার সৃষ্টি করে আসছে, ফলশ্রুতিতে বৃহত্তর অংশ
ামে ভুগছে। কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না সেই অভিযোগও করেন। কিন্তু যেই পর্যন্ত বৃহত্তর অংশ এই সমস্ত গুটিকয়েকজনকে প্র
রতে এগিয়ে না আসবে, এই সমস্যা থেকেই যাবে কেউ রেহাই পাবে না। বুয়েটে একজন প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্টকে 'জিম্মি'
লা তখন ঐ বৃহত্তর অংশের উচিত ছিল এই সন্ত্রাসী কাজ যারা করেছে তাদেরকে প্রতিহত করা। সিডিউল অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে
কলে যা ঘটেছে তা হতো না এবং বন্ধ করার প্রয়োজন হতো না। গুটিকয়েকজন ছাত্রের গেইট বন্ধ করার কারণে বৃহত্তর অংশের ছ
বাধাপ্রাপ্ত হত এবার সেই গেইট ও অন্যান্য গ্রীল সব খুলে ফেলা হয়েছিল। যখন মুষ্টিমেয় ছাত্র বিদ্যুৎ স্টেশনে আগুন লাগাতে গেল
ই সেই বৃহত্তর অংশের ছাত্ররা কোথায় ছিল? তাদেরকে তখন আটক করা যেতো এতে কোন সন্দেহ নাই, তারপর কি এখন যা ব
য়ছে তা কি এড়ানো যেতো? অবশ্যই না। কাজেই সুন্দর সুন্দর নীতিকথা বলে এগুলো যে পর্যন্ত অনুশীলন করা না হবে, সে পর্যন্ত
র্তৃপক্ষকে দোষ দিয়ে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ হবে না। সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দোষারোপ নয় বরং যার যার অবস্থান
ক্রিয় ভূমিকা রাখা সময়ের দাবী।

ক্ষক মহোদয়গণের আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত/ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর স্বার্থেই। কোন একটা
নিস (বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন) প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নিয়ম-শৃ
ন্নত রাখার চেষ্টায় কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হননি বলেই এই বন্ধ। বর্তমানে তদন্ত কাজ চলছে, তদন্ত শেষে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা
রতম সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে পরীক্ষা/ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা হবে, এই বিষয়টি কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সকলকে আশ্বস্ত করতে
ত্র/ছাত্রীগণ যথারীতি তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। বিষয়টি উপলব্ধি করার
সছে। সচেতন দেশবাসী বিশেষ করে অভিভাবকগণের অবগতির জন্য এই বক্তব্য পেশ করা হল।

মোঃ শাহজাহা

৩৬১৩/০৬(৮*৩) P-77000